গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও মনিটরিং শাখা
www.mopme.gov.bd

বিষয়: **বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।**

গত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখ রবিবার সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোঃ [illegible] আলমের সাথে বিভাগীয় কমিশনারগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা "পরিশিষ্ট ক"-তে সন্নিবেশ করা হলো।

২। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩। সভায় ঢাকা বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লকগুলো অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যালয়ের গেইট ও বাউন্ডারি চাহিদাভিত্তিক হয়নি। অনেক বিদ্যালয়ে স্কুল গেইট প্রয়োজন না হওয়া সত্ত্বেও গেইট নির্মান করা হয়েছে। এছাড়া, ইউআরসি'তে একই শিক্ষকগণ বারবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সকল শিক্ষক সমানভাবে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় না। প্রশিক্ষণে শিক্ষক মনোনয়নের ক্ষেত্রেও অধিকতর মনোনিবেশ করা জরুরী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির বিষয়টি সহজীকরন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে আরো সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সভায় সচিব জানান, বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লক কার্যকর ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে মানোন্নয়নে বিষয়টি মনিটরিং করা হবে। শিক্ষক বদলী অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রস্তুতি চলমান আছে। শিক্ষক বদলী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। তিনি জানান, গুণগত অবকাঠামো নির্মাণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে আরো সম্পৃক্ত হওয়া একান্ত জরুরী।

৪। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার জনাব এবিএম আজাদ জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। এ সকল এলাকায় অনেকদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে এমন শিক্ষকও আছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া জরুরী। পার্বত্য জেলাসমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিন পার্বত্য এলাকায় হোস্টেলগুলোকে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করেন। নোয়াখালীর ভাষানচরে যে সকল রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর করা হয়েছে, তাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সচিব জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পার্বত্য জেলা পরিদর্শন করেছেন। উক্ত জেলাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা নিরসন ও হোস্টেলগুলো কার্যকরের জন্য সচিব নিজে পরিদর্শনে যাওয়ার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, নোয়াখালীর ভাষানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আপাতত: নেই।

৫। সিলেট বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ মশিউর রহমান জানান, চা-বাগানের প্রায় ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়নি। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। এছাড়া, উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনেক পদ শূন্য আছে। জনবল না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা ব্যাহত হয়।। দ্রুত জনবল নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের কোন পরিকল্পনা আপাতত: নেই। উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রুহুল আমিন জানান, উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। সিলেট বিভাগের উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৬। রংপুর বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ভূঞা বলেন, চর ও দুর্গম এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন না। তাঁরা অন্য কোন ব্যক্তিকে শ্রেণি পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সচিব বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকে

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে চর ও দুর্গম এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। খুলনা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খুলনা বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইনে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যেতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে বহু বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়গুলো দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সচিব জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যালয়সমূহের মেরামত কাজ নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হয়। চাহিদার ভিত্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ ফান্ড এবং ইডুকেশন ইন ইমারজেন্সি ফান্ডের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৮। সভায় বরিশাল বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল জানান, পটুয়াখালি ও ভোলা জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক স্কুল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে; যা দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন।

৯। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে সাঁওতাল উপজাতিদের নিজস্ব ভাষায় বই ছাপানোর বিষয়ে রাজশাহী বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সচিব জানান, এ বিষয়ে পূর্বেও একবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। উপজাতিদের বই সাধারণত রোমান হরফে ছাপানো হয়। এ বিষয়ে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এক হতে পারেনি বিধায় সাঁওতাল ভাষায় বই ছাপানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

১০। ময়মনসিংহ বিভাগের কমিশনার জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা হয়, যা কমানো প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সচিব জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলাম ও লেসন প্ল্যানে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে।

১১। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত মতামত/ সুপারিশ বাস্তবায়নযোগ্য মর্মে বিবেচিত হয় :

১১.১ (ক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লক ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা।

(খ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণে একই শিক্ষক একাধিকবার একই প্রশিক্ষণে যেন মনোনয়ন না পায়, তা নিশ্চিত করা।

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কার্য নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা।

(ঘ) চাহিদার ভিত্তিতে স্লিপ ফান্ড এবং ইডুকেশন ইন ইমারজেন্সি ফান্ড হতে বরাদ্দ প্রদান করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) সিলেট বিভাগের উপজেলা শিক্ষা অফিসসমূহে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(চ) লেসন প্ল্যান অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থীদের শিখন- শেখান কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

(ছ) কর্মস্থলে ও বিদ্যালয়ে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জেলা পরিষদের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

(ঝ) পার্বত্য এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলো কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঞ) চা-বাগানের ইজারা দলিলে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী চা-শ্রমিকের কল্যানমূলক বিষয়াদি প্রতিপালন করা।

(ট) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনরায় পাঠদান চালু রাখার পর লেসন প্ল্যান অনুযায়ী শ্রেণি পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শনপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ।

১১.২। ১১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতামত/ সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বিভাগীয় কমিশনারদের অনুরোধ করা হলো।

১২। মতবিনিময় সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০৪/২০২১
গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব

নং-৩৮.০০.০০০০.০০৫.০৬.০০৬.২০-১১২

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৪ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি-সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো; বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট; জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।
০৪। পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা।
০৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা; চট্টগ্রাম; বরিশাল; রাজশাহী; সিলেট; খুলনা; রংপুর; ময়মনসিংহ।
০৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
০৭। যুগ্মসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। উপসচিব (মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪.৪.২১

(মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান)
উপসচিব
ফোন: ০২-৯৫৬৫৭৭৭
ই-মেইল: dm.mopme@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

নং ৩৮.০১.০০০০.১০১.৩৩.০০৪.২১. ২৪৫/২৪০ তারিখ: ২৯ চৈত্র, ১৪২৭।
১২ এপ্রিল, ২০২১।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হ'ল:

১। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, (সকল) ....বিভাগ, ...।
২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) .... জেলা, ...।
৩। সুপার, পিটিআই (সকল) ...., ...।
৪। সংরক্ষণ নথি।

মোঃ আব্দুল আলীম ১২/৪/২০২১
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
ফোনঃ ০২-৫৫০৭৪৯২০
section.dpe1@gmail.com